মাঝে মাঝে বিকেলে খেলে এসে দেখতাম বাবা মাটির ঘরের বাইরের বারান্দা থেকে চেয়ার টেনে নিচে খোলা জায়গায় বসে আছেন। সামনে কয়েকফুট দূরেই পাকা রাস্তা। বাবার চেয়ারের পাশে আরও এক দুটো চেয়ার থাকত যেখানে বাবার সঙ্গে কেউ দেখা করতে এলে বসতেন। আমি তাড়াতাড়ি সন্ধ্যে দিয়ে চলে যেতাম বাবার কাছে। লোকজন বিদেয় হলে বাবা আমাকে কখনো তাঁর দু'পায়ের মাঝখানে টেনে নিতেন, কখনো কোলে বসিয়ে নিতেন। সামনে বাঁ দিকে দাঁড়িয়ে থাকত নারকেল গাছ, ডানদিকে ইউক্যালিপটাস। মনে হত লম্বা ইউক্যালিপটাস গাছটা যেন মেঘের প্রান্তে দূরে আকাশকে ছুঁয়ে আছে। খুব ইচ্ছে করত ইউক্যালিপটাস গাছের চূড়ায় দাঁড়াতে। মনে হত ওখানে দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালেই বুঝি চাঁদটাকে ধরতে পারব, ওখানে দাঁড়িয়ে একটা লাঠি দিয়ে আকাশকে খোঁচা দিলেই আকাশ থেকে তারাগাঁদা ফুলের মত তারাগুলো সব আমার মাথার উপর ঝরে পড়বে। ঝলমলিয়ে উঠবে চারিদিক। কিন্তু না গাছের মাথায় উঠতে পারতাম না পেতাম চাঁদ তারাকে।

রাতের অন্ধকারকে সাদর আমন্ত্রণ জানাতাম অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অলৌকিক ঘটনাবলীকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসতে পারব ভেবে। মশার কামড়কে উপেক্ষা করে, আশপাশে লোকজনের চলাফেরার আওয়াজকে উপেক্ষা করে বাবার সঙ্গে আমি আকাশ দেখতাম, চাঁদ দেখতাম। বাবা একদিন আমাকে বলেছিলেন, "ওই দেখো তোমার চাঁদমামা তোমার দিকে তাকিয়ে কেমন হাসছে!"

আমি কৌতূহল জানিয়েছিলাম, "আমার চাঁদমামা ক্যান বাবা? আপনার চাঁদমামা ক্যান না? মুক্তিমাসিও চাঁদকে ছোটমণির চাঁদমামা কয়। ক্যান?"

বাবা মিষ্টি হেসে বুঝিয়েছিলেন, "চাঁদ শুধু ছোট বাচ্চাদের খুব ভালবাসে, যতদিন পর্যন্ত তারা স্কুলে না যায়।" মা-বাবার সঙ্গে চাঁদের আর সম্পর্ক নেই জেনে একটু কষ্ট হয় আমার।

"আচ্ছা বাবা, আমরা যেখানেই যাই চাঁদমামা আমাদের সঙ্গে যায় ক্যান?" পশুদিন(পরশুদিন) রাতে পার(পাওয়ার) হাউজের মেলা থ্যাকে মা'র সঙ্গে আসতে আসতে দেখলাম চাঁদ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসলো। মাকে জিজ্ঞাসা করলাম। মা কয় জানি না।" বাবা আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অন্য কথা বলেছেন, "প্রতি মাসের পনেরদিন তোমার চাঁদমামা সূর্যের কাছ থেকে আলো ধার নিয়ে আমাদের জ্যোৎস্না দেয় জানো কি? তাই তো আমরা রাতে দেখতে পাই।"

"তাই? চাঁদমামা আমাদের এত ভালবাসে?" চাঁদের ভালবাসার আস্বাদ পেয়ে মা-বাবার সঙ্গে চাঁদের সম্পর্ক কেটে যাওয়ার কষ্ট ভুলে যাই।

বাবা সুর করে বলতেন, "ও চাঁদ, ও চাঁদ আয়, আমার ছোট্ট মায়ের কপালে টিপ দিয়ে যা," আর আকাশ থেকে সাইবাবার ছাই ধরার মত চাঁদের স্পর্শ কড়ে আঙুলের ডগায় ধরে আমার কপালে ছুঁইয়ে দিতেন। আমি চোখ বন্ধ করে সেই টিপ নিতাম। মনে হত চাঁদ আমার কাছে এসেছে। খুব কাছে। চোখ বন্ধ রাখতাম, অনুভব করতাম চাঁদের স্পর্শকে। চাঁদের স্পর্শ আমার কপাল থেকে রক্তবাহিকার মধ্যে ঢুকে যেত, মিশে যেত রক্তে। সেখান থেকে স্পর্শ যেত হৃৎপিণ্ডে। হৃৎপিণ্ড থেকে ছড়িয়ে পড়ত সমস্ত শরীরে, শিরা উপশিরায়, কৌশিক নালীতে। আমার শরীর অবশ হয়ে যেত সুদূরের চাঁদকে কোষে কোষে পেয়ে। অনেকক্ষণ পরে চোখ খুলতাম। চোখ খুললে দেখতাম চাঁদ পালিয়ে গেছে। চারদিকে কোথাও নেই চাঁদ, চাঁদ আছে সেই আকাশে, একই জায়গায়, মুহূর্তের জন্য মরীচিকার মত আমার কাছে এসে দিয়ে গেছে শূন্যতা।

আমি একটু বড় হলে বাবা বলেছিলেন চাঁদ হল আসলে পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ। চাঁদ সূর্যের আলোকে পৃথিবীতে প্রতিফলিত করে। বাবা চাঁদের রোটেশন এবং রেভুলিউশন ব্যাখা করেছিলেন। বলেছিলেন সূর্য কি। বলেছিলেন আকাশের তারাগুলো আসলে এক একটা সূর্য। বাবা আমাকে নেল আমস্ট্রং নিয়ে বলেছিলেন। ১৯৬৯

সালের ২০শে জুলাই চাঁদে প্রথম পারি দেওয়া লোক নেল আমস্ট্রং। তখন আমার সবে জন্ম হয়েছে। আমি বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ভগবান এত সুন্দর চাঁদকে এত কলঙ্ক কেন দিয়েছেন। বাবা হেসে বলেছিলেন, "ধ্যুস, চাঁদের কলঙ্ক টলঙ্ক কিসু নাই। ওসব হল গপ্প। চাঁদে সমুদ্রের সমান অনেক বড় বড় শুকনো গর্ত আছে। সেই গর্তে আলো পৌঁছতে পারে না, তাই আমরা ওই গর্তগুলোকে অনেক দূরের পৃথিবী থেকে কাল ছাপের মত দেখি।"

বাবার সঙ্গে আমার ধ্রুবতারার গল্প হয়েছে। সপ্তর্ষিমণ্ডল, কালপুরুষ এবং অন্যান্য নক্ষত্রপুঞ্জের গল্প হয়েছে। নক্ষত্রপুঞ্জ গুলোকে আমার প্রাণবন্ত জীব বলে মনে হত। আমি আকাশে দশ হাজার তারার দিকে তাকিয়ে থাকতাম, বাবা বলতেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অনন্ত, কোন শেষ নেই এর। আমি মনোযোগ দিয়ে শুনতাম, বাবার কথা আমার কান দিয়ে ঢুকে মনকে ধাক্কা দিয়ে আকাশ পাঠিয়ে দিত, দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াত মন চাঁদ, তারা, গ্রহের পরিসীমাহীন বাগানে। ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে যেত মন। ক্লান্ত হয়ে যেতাম আমি। শেষে আমার মাথা কাজ করাই বন্ধ করে দিত।

*****

বাড়ির ভেতরে যাওয়ার আগেই জামাইবাবুর হুকুম হয়েছিল এক গ্লাস জলের। দিদি বলে আমায় জল দিয়ে আসতে। বাঁধানো কুয়ো পেরিয়ে গেলে কল। কল থেকে গ্লাসে জল ভরে জ্যোৎস্নার আলোতে চৌকো উঠোন ডিঙ্গিয়ে পুবঘরের অন্ধকারে ঢুকে পড়ি। পুবঘরের মাঝখানের দরজা দিয়ে মধ্যের ঘর। মধ্যের ঘরের বাইরের দরজা দিয়ে গিয়ে পা রাখি পুবঘরের লম্বা টানা বারান্দায়। সেখানে গিয়ে আবার জ্যোৎস্নার দেখা পাই।

জলের গ্লাস জামাইবাবুর হাতে ধরিয়ে দিতে চাই। উনি নেন না। বলেন, "নিচে রাখ।" বাধ্য শালী হয়ে নিচে ঝুঁকে মাটিতে রাখি গ্লাস। কিন্তু মাথা তুলে ভালমত দাঁড়ানোর আগেই অপ্রত্যাশিত কিছু হয়ে যায় আমার সাথে। হঠাৎ কাঁকড়ার উপাঙ্গের মত কিছু হঠাৎ জাপটে ধরে আমায়। জামাইবাবুর দু'হাত। তিনি আমাকে এক ঝটকায় কাছে টেনে নিয়ে মুখ ঘষতে থাকেন মুখ আমার বুকে। কাতরান, "আমাকে তোমার শরীরের গরম দাও রূপু।"

হেডমাস্টারের পরিবারের সবচেয়ে অবহেলিত ছোটমেয়ে পরিবারের ভদ্রতার চাঁদোয়ার নিচে দ্বিতীয়বার শিকার হয় অতি কাছের লোকের অশ্লীল আকাঙ্খার। নিজের বাড়ি আর কোনমতেই নিরাপদ থাকে না তার কাছে। মুখে

তাঁর লালচ দেখে ঘেন্নাতে আমার মুখের চেহারা কিভাবে পাল্টে গিয়ে থাকবে সেই রাতে তা আমি আজও অনুভব করতে পারি। অনুভব করি আমার বুকের সেই ধড়ফড়ানি, সেই শ্বাসকষ্ট। ভয়ে, অপমানে প্রায় অসাড় হয়ে যাওয়া ব্রেন কোনওরকমে সাপের ছোবল থেকে শরীরে মিশে যাওয়া সব তিক্ততা জমা করে দু'হাতে ঢেলে দেওয়ার আদেশ দিয়েছিল আমায়। আদেশ মেনে সরাতে চেষ্টা করি সাপের ছোবল, খুলতে চাই আমাকে বেঁধে রাখা সাপের প্যাঁচ। স্বরযন্ত্র আমার দিশেহারা বাবা, মা, চার দাদা, মামা-মাসি সবার মাঝখানে আমাকে এতো অসুরক্ষিত দেখে! আমার হয়ে একা লড়ে কোনওরকমে আওয়াজ বের করে স্বরযন্ত্র, "ছাড়ুন আমায়, না হলে আমি চিৎকার করব।"

জামাইবাবু ছেড়ে দিয়েছিলেন আমায়। আর মোটেও জেদাজেদি করেননি। আর যদি করতেনও অপমান বেশি হত কি আমার! ছোটবেলায় আমার প্রশ্নের উত্তরে বাবা বলেছিলেন চাঁদে কলঙ্ক টলঙ্ক কিছু নেই। বিশ্বাস করি না আমি। চাঁদে কলঙ্ক ছিল এবং সেই কলঙ্ক চাঁদ সেই রাতে ঢেলে দিয়েছিল আমার গায়ে। জিতে গিয়েছিল চাঁদ কিন্তু তার জ্যোৎস্না হেরে গিয়েছিল আমার কাছে। সেই ঘটনার পরে সেই রাতে চাঁদ আমার চোখে একবিন্দু আলোও ঢালতে পারেনি। কালো মুখ কালোতে মিশিয়ে দিয়ে ফিরে এসে দাঁড়িয়েছি আবার রান্নাঘরের সামনে। কেউ বোঝেনি। বুঝতে চায়নি। কেউ কোনদিন আমাকে মন খারাপের কথা জিজ্ঞেস করে না। আমার মন নিয়ে কারও কোন মাথাব্যথা থাকে না। আমার উপর সবার আদেশ এটাই-মনে যাই থাকুক, সেবা দিয়ে যাও মুখ বুজে যদি ভাল থাকতে চাও। আজ আমি চাঁদের জ্যোৎস্না দেখি, চাঁদও দেখি, কিন্তু চাঁদে আর কোন কলঙ্ক দেখি না।

জামাইবাবু আমার কাছে তাঁর সাথে অবৈধ সম্পর্কের আশা রেখেছিলেন, সেই আশার জ্বালা গায়ের রস নিংড়ে আজও আমার চোখ দিয়ে জল বের করে দেয়।

সেই রাতে আমার অনেক কাঁদার ছিল, কান্নার জল গঙ্গায় বইয়ে সমুদ্রে মেশানোর কথা ছিল। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আমি সমুদ্রের কাছে। কিন্তু কাঁদিনি। একফোঁটা জলও গঙ্গায় ভাসাইনি সমুদ্রে ঢেলে দেবে বলে। তাই সমুদ্র আজও আমার কাছ থেকে সেই প্রতারণার প্রতিশোধ নিয়ে চলেছে।

একটু পরে দাদা সাইকেল নিয়ে ঢোকে। দাদা সাইকেলের পেছনে বসে আমি বাড়ি আসি। ওদের সঙ্গে না ফিরলেও স্মৃতি সাথে সাথে চলে।